# 127851 - ঈদরে নামাযরে আগে সম্মলিতিভাবে তাকবীর দয়োর বধিান

প্রশ্ন

ঈদরে নামাযরে আগে লোকেরো সম্মলিতিভাবে তাকবীর দনে। ঈদরে নামাযরে ক্ষত্রেে এটা কি বিদিআত; নাকি শরয়িতসম্মত? যদি এটা বদিআত হয় তাহলে কারো কি করা উচতি? সে কি নামায শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত ঈদগাহ থকেে বাহরিে গয়িে অবস্থান করব?ে

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

ঈদরে সময় তাকবীর দয়ো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে সাব্যস্ত সুন্নত। তাকবীর দয়ো অন্য সকল ইবাদতরে মত একটি ইবাদত। এ ইবাদত পালনরে ক্ষত্রেওে ঠকি যভোবে করতে বলা হয়ছেে এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা অপরহিার্য; পদ্ধতরি মধ্যে নতুন কছিু চালু করা নাজায়যে। বরং হাদসি ও আছারে যা করতে বলা হয়ছেে এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হব।ে

আমাদরে ফকিাহবদি আলমেগণ বর্তমান যামানার সম্মলিতি তাকবীর নয়িে চন্তিা-ভাবনা করে তারা এর সপক্ষে দললিরে সমর্থন পাননি বধিায় এটাকে বদিআত ফতোয়া দয়িছেনে। কারণ যে কোন ইবাদত নতুনভাবে চালু করা কংিবা কোন ইবাদতরে পদ্ধতি ও বশৈষ্ট্যিরে মধ্যে নতুনত্ব আনা নন্দিতি বদিআত হসিবেে গণ্য এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বানী: "যে ব্যক্তি আমাদরে এ বষিয়রে মধ্যে (ধর্মরে মধ্যে) নতুন কছিু চালু করে যা তাতে নইে সটো প্রত্যাখ্যাত"।[সহহি মুসলমি (১৭১৮)]

শাইখ মুহাম্মদ বনি ইব্রাহমি (রহঃ) বলনে:

"মসজদিে হারামে যে তাকবীর দয়োর প্রচলন ছলি সটো হচ্ছে এক বা একাধকি ব্যক্তি যমযম পানরি ছাউনরি বসে তাকবীর দতিনে এবং মসজদিে অবস্থতি অন্য লোকেরো তাদরে সাথে সাড়া দতি। তখন শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায (রহঃ) এই পদ্ধতততিে তাকবীর দয়োর বরিোধতিা করলনে এবং বললনে: এটি বদিআত। শাইখরে উদ্দশ্যে হচ্ছে এই বশিষে পদ্ধতটিা বদিআত। তাকবীর দয়ো বদিআত নয়। তখন মক্কার কছিু সাধারণ লোক এতে ক্ষুব্ধ হল। কনেনা তারা এভাবে তাকবীর দতিে অভ্যস্ত ছলি। এ কারণে তনিি এই ফ্যাক্সটি পাঠয়িছেলিনে য,ে এ পদ্ধততিে তাকবীর দয়োর কোন দললি আমি জানি না। কউে যদি এ পদ্ধততিে তাকবীর দয়োকে শরয়িতসম্মত দাবী করনে তাহলে তার কর্তব্য দললি-প্রমাণ পশে করা। যদওি এটি একটি

মামুলি মাসয়ালা। এ মাসয়ালাকে নিয়ে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা কাম্য ছিল না।"[সমাপ্ত]

[মাজমুউ ফাতাওয়াল আল্লামা মুহাম্মদ বিন ইব্রাহিম (৩/১২৭, ১২৮)]

শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায (রহঃ) বলেন:

আল্-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মদ, ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন; পর সমাচার:

সম্মানিত ভাই শাইখ আহমাদ বিন মুহাম্মদ জামাল (আল্লাহ্ তাকে তাঁর সন্তুষ্টিমূলক কাজের তাওফিক দিন) একটি স্থানীয় পত্রিকায় ঈদের নামাযের আগে সম্মিলিতভাবে তাকবীরকে বিদআত গণ্য করে মসজিদগুলোতে সেটা নিষিদ্ধ করার বিষয়টির প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করে যে প্রবন্ধ লিখেছেন তা আমি পড়েছি। শাইখ আহমাদ সে প্রবন্ধে দলিল পেশ করার চেষ্টা করেছেন যে, সম্মিলিতভাবে তাকবীর দেয়া বিদআত নয়; এ তাকবীর দিতে বাধা দেওয়া জায়েয হবে না। কিছু কিছু লেখক শাইখ আহমাদের মতকে সমর্থন করেছেন। যারা প্রকৃত বিষয়টি জানে না, তাদের কাছে ধোঁয়াশা থেকে যাওয়ার আশংকা থেকে আমরা এ বিষয়টি পরিষ্কার করতে চাই। চাঁদ রাতে, ঈদুল ফিতরের নামাযের আগে, যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে ও তাশরিকের দিনগুলোতে তাকবীর দেয়ার মূল বিধান হলো এটি এ মহান সময়গুলোতে শরিয়তসম্মত এবং এ আমলের রয়েছে মহান ফযিলত। আল্লাহ্ তাআলা ঈদুল ফিতর এর সময় তাকবীর দেয়া সম্পর্কে বলেন: “তিনি চান– তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তিনি যে, তোমাদেরকে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন সে জন্য 'তাকবির' উচ্চারণ কর (আল্লাহর মহত্ব ঘোষণা কর)। আর যাতে তোমরা শোকর কর।”[সূরা বাকারা ২: ১৮৫] যিলহজ্জের দশদিনে তাকবীর দেয়া সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন "যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে। এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যা কিছু রিযিক হিসেবে দিয়েছেন সেগুলোর উপর নির্দিষ্ট কিছু দিনে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করতে পারে।"[সূরা হজ্জ, আয়াত: ২৮] তিনি আরও বলেন: "গুটি কয়েক দিনে আল্লাহকে স্মরণ কর...”[সূরা বাকারা, আয়াত: ২০৩]

নির্দিষ্ট কিছু দিনে ও গুটি কয়েক দিনে শরিয়ত অনুমোদিত যিকিরের মধ্যে রয়েছে সাধারণ তাকবীর ও বিশেষ তাকবীর। যেমনটি পবিত্র সুন্নাহ্-তে ও সালাফদের আমলে পাওয়া যায়। শরিয়ত অনুমোদিত এ যিকিরের পদ্ধতি হল: প্রত্যেক মুসলিম নিজে নিজে একাকী উচ্চস্বরে তাকবীর দিবে যাতে করে অন্যরাও শুনতে পেয়ে তাকে অনুসরণ করে এবং তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিবে। পক্ষান্তরে, সম্মিলিত বিদআতী তাকবীর হল দুইজন বা ততোধিক ব্যক্তি সমস্বরে তাকবীর দেওয়া; একই সুরে সবাই একত্রে শুরু করা ও একত্রে শেষ করা।

এ আমলের কোন ভিত্তি নেই ও দলিল নেই। তাকবীরের এ পদ্ধতটি বিদআত; এর সপক্ষে আল্লাহ্ কোন দলিল নাযিল করেননি। যে ব্যক্তি এমন পদ্ধতির তাকবীরকে অস্বীকার করেন তিনি হক্বপন্থী। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যাতে আমাদের অনুমোদন নেই সেটা প্রত্যাখ্যাত।"[সহিহ মুসলিম]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন: "তোমরা নব-প্রবর্তিত বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকবে। কারণ প্রত্যেক নব-প্রবর্তিত বিষয় বিদআত। প্রত্যেক বিদআতই ভ্রান্তি।" সম্মিলিত তাকবীর হচ্ছে নব-প্রবর্তিত বিষয়। সুতরাং তা বিদআত। মানুষের কোন কাজ যখন পবিত্র শরিয়ত বিরোধী হয় তখন তাতে বাধা দেওয়া ও এর বিরোধিতা করা ওয়াজিব। কেননা ইবাদতগুলো হচ্ছে তাওক্বিফি; অর্থাৎ ইবাদতের ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর দলিলের বাইরে কোন বিধান আরোপ করা যাবে না। আর মানুষের উক্তি বা দৃষ্টিভঙ্গি যদি শরয়ি দলিলের বিরোধী হয় তাহলে সেটা কোন দলিল হতে পারে না। অনুরূপভাবে 'মাসালিহ মুরসালাহ' এর দ্বারা কোন ইবাদত সাব্যস্ত হয় না। বরং ইবাদত সাব্যস্ত হয় সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ্ বা অকাট্য ইজমা এর দলিলের ভিত্তিতে।

শরয়িতসম্মত হচ্ছে শরয়ি দলিলের ভিত্তিতে সাব্যস্ত শরয়িতসম্মত পদ্ধতিতে তাকবীর দেওয়া; আর তা হল ব্যক্তিগতভাবে তাকবীর দেওয়া।

সম্মিলিতভাবে তাকবীর দেওয়া থেকে বারণ করেছেন সৌদি আরবের প্রাক্তন গ্র্যান্ড মুফতি শাইখ মুহাম্মদ বিন ইব্রাহিম (রহঃ) এবং তিনি এ বিষয়ে ফতোয়া দিয়েছেন। সম্মিলিতভাবে তাকবীর দেয়াকে বারণ করে আমার পক্ষ থেকেও একাধিক ফতোয়া ইস্যু হয়েছে এবং এটাকে বারণ করে সৌদি আরবের ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির পক্ষ থেকেও ফতোয়া ইস্যু হয়েছে।

শাইখ হুমুদ বিন আব্দুল্লাহ্ আত্-তুওয়াইজরি (রহঃ) সম্মিলিতভাবে তাকবীর দেওয়া থেকে নিষেধ করে একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। সেটি ছাপা হয়েছে ও সুলভ। ঐ পুস্তিকাতে সম্মিলিতভাবে তাকবীর গ্রহণ হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে।

শাইখ আহমাদ ভাই মীনাতে সকল মানুষের উপস্থিতিতে উমর (রাঃ) কর্তৃক এ আমল করার যে দলিল দিয়েছেন সেটা দলিল নয়। কেননা মীনাতে উমর (রাঃ) এর আমল কিংবা অন্যান্য মানুষেরের আমল সম্মিলিত তাকবীর নয়। বরং সেটা শরয়িত অনুমোদিত তাকবীর। কারণ উমর (রাঃ) সুন্নাহ্ অনুযায়ী আমল করতে গিয়ে ও মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে তাকবীর দিতেন তখন লোকেরাও তাকবীর দিত। প্রত্যেকেই নিজের মত তাকবীর দিত। এতে এমন কিছু ছিল না যে, লোকেরা উমর (রাঃ) এর সাথে একত্রে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই সুরে উচ্চস্বরে তাকবীর দিত; যেমনটি বর্তমানে সম্মিলিত তাকবীর দেওয়ার ক্ষেত্রে করা হয়। অন্যান্য সলফে সালেহীন থেকেও তাকবীরের ক্ষেত্রে যা বর্ণনা করা হয় তারা সকলে শরয়ি পদ্ধতিতেই তাকবীর দিতেন। যে ব্যক্তি এর বিপরীত দাবী করবে তার কর্তব্য হল দলিল উল্লেখ করা। অনুরূপভাবে ঈদের নামাযের জন্য আহ্বান, তারাবীর আহ্বান, কিয়ামুল লাইলের আহ্বান, বিতিরের আহ্বান ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিদআত; যেগুলোর পক্ষে কোন দলিল নেই। আমরা এমন কোন আলেম জানি না যিনি বলেছেন যে, ভিন্ন ধরণের কিছু ভাষ্যে আহ্বান রয়েছে (তিনি বলতে চাচ্ছেন সুন্নাতে উদ্ধৃত)। যদি কেউ এমন কিছু দাবী করে তার কর্তব্য হল দলিল উল্লেখ করা। মূল অবস্থা হল দলিল না থাকা। অতএব, কুরআন, সহিহ সুন্নাহ ও আলেমগণের ইজমা ব্যতিরেকে কোন বাচনিক

ইবাদত বা কর্মগত ইবাদত চালু করা জায়যে নয়; যমেনটি ইতপিূর্বওে বলা হয়ছে। এ কারণে যে শরয়িতরে সাধারণ দললি নতুন প্রবর্তন থকেে বারণ করে ও সাবধান কর। যমেন আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "এদরে কি এমন কতকগুলি অংশী (উপাস্য) আছে যারা এদরে জন্য বধিান দয়িছে এমন ধর্মরে, যার অনুমতি আল্লাহ এদরেকে দনেনি?"[সূরা শুরা, ৪২:২১] এছাড়াও রয়ছে এ আলোচনার শুরুত উল্লখেতি হাদসিদ্বয়। এর আরও রয়ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বানী: "যে ব্যক্তি আমাদরে এ বষিয়রে মধ্যে (ধর্মরে মধ্যে) নতুন কছিু প্রবর্তন করে যা তাতে নইে সটো প্রত্যাখ্যাত।"[সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি] এবং জুমার খোতবাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: "পর সমাচার, সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহ্র কতিাব। সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে আদর্শ। সর্বনকিৃষ্ট বষিয় হচ্ছে নব-প্রবর্ততি বষিয়গুলো। আর প্রত্যকেটি নব-প্রবর্ততি বষিয় গোমরাহী।"[সহহি মুসলমি এবং এ অর্থবোধক হাদসি ও আছার অনকে][সমাপ্ত]

[মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায (১৩/২০-২৩]

স্থায়ী কমটিরি ফতোয়াতে (৮/৩১০) এসছে যে, "প্রত্যকেে নজিে নজিে উচ্চস্বরে তাকবীর দবি। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে সম্মলিতিভাবে তাকবীর দয়ো সাব্যস্ত হয়নি। অথচ তনিি বলছেনে: "যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যাতে আমাদরে অনুমোদন নইে সটেি প্রত্যাখ্যাত।"

স্থায়ী কমটিরি ফতোয়াতে (৮/৩১১) আরও এসছে যে

"একই সুরে সম্মলিতিভাবে তাকবীর দয়ো শরয়িতসম্মত নয়; বরং বদিআত। যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে সাব্যস্ত হয়ছে যে, "যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যাতে আমাদরে অনুমোদন নইে সটেি প্রত্যাখ্যাত"। সাহাবী, তাবয়েী, তাবে-তাবয়েীগণ তথা সলফে সালহেীনদরে কউে এটি করনেনি। তাঁরাই হচ্ছনে আদর্শ। আমাদরে কর্তব্য হল অনুসরণ করা; অভনিব কছিু চালু করা নয়।"[সমাপ্ত]

স্থায়ী কমটিরি ফতোয়াতে (২৪/২৬৯) আরও এসছে যে, "সম্মলিতিভাবে তাকবীর দয়ো বদিআত। কনেনা এর পক্ষে কোন দললি নইে। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যাতে আমাদরে অনুমোদন নইে সটেি প্রত্যাখ্যাত"। উমর (রাঃ) যা করছেনে তাতে সম্মলিতিভাবে তাকবীর দওেয়ার পক্ষে কোন দললি নইে। বরং তাতে রয়ছে যে, উমর (রাঃ) নজিে তাকবীর দতিনে এবং তাঁর তাকবীর দওেয়া শুনলে লোকরোও তাকবীর দতি। প্রত্যকেে ব্যক্তগিতভাবে তাকবীর দতি। তারা সম্মলিতিভাবে তাকবীর দতি না।"[সমাপ্ত]

স্থায়ী কমটিরি ফতোয়াতে (২/২৩৬, দ্বতিীয় ভলউিম) আরও এসছে যে,

"একই সুরে সম্মলিতিভাবে তাকবীর দওেয়া সটো নামাযরে শষেে হোক কংিবা নামায ছাড়া অন্য সময়ে হোক শরয়িতসম্মত

নয়। বরং সটেি ধর্মরে মধ্যে অভনিব বদিআত। শরয়িতসদ্ধি হচ্ছে বশেি বশেি আল্লাহ্র যকিরি করা তথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়া, 'তাসবহি' পড়া, 'তাকবীর' বলা, কুরআন তলোওয়াত করা, বশেি বশেি 'ইস্তগিফার' করা; তবে সম্মলিতিভাবে নয়। সটো আল্লাহ্র এ বাণীর নর্দিশে পালনার্থে: "হে ঈমানদারগণ! তোমেরা বশেী করে আল্লাহ্কে স্মরণ কর। আর সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ পড়"।[সূরা আহযাব, ৩৩: ৪১-৪২] এবং এ বাণীর নর্দিশে পালন করে: "অতএব তোমেরা আমাকে স্মরণ কর, আমওি তোমোদরেকে স্মরণ করব"।[সূরা বাক্বারা, ২: ১৫২] এবং যকিরিরে প্রতি উৎসাহদানকারী এ হাদসিরে উপর আমল করে: "আমি 'সুবহানাল্লাহ্' বলা, 'আল্-হামদু লল্লিাহ্' বলা, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা, 'আল্লাহু আকবার' বলা যা কছিুর উপর সূর্য উদতি হয়ছে সসেব কছিুর চয়েওে আমার কাছে অধকি প্রয়ি"।[সহহি মুসলমি] এবং এ হাদসিরে উপর আমল করে: "যে ব্যক্তি 'সুবহানাল্লাহি ওয়াবি হামদহিি' একশ বার বলবে তার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দওেয়া হব; এমনকি তার গুনাহ্ যদি সমুদ্ররে ফনো পরমিাণ হয় তবুও"।[সহহি মুসলমি ও সুনানে তরিমযিি; ভাষ্য তরিমযিরি] এবং এ উম্মতরে পূর্বসূরদিরে অনুকরণ। যহেতেু তাঁদরে কাছ থকেে এভাবে সম্মলিতিভাবে তাকবীর দয়োর বর্ণনা আসনে।ি এভাবে সম্মলিতিভাবে তাকবীর দয়ে বদিআতপন্থী ও কুপ্রবৃত্তরি অনুসারীরা। অথচ যকিরি একটা ইবাদত। ইবাদতরে ক্ষত্রেে মূলনীতি হল তাওকীফ তথা শরয়িতপ্রণতো যে নর্দিশে দয়িছেনে সটোর সীমানাতে থমেে যাওয়া। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদরেকে ধর্মীয় বষিয়ে অভনিব কছিু প্রবর্তন করা থকেে সাবধান করছেনে। তনিি বলছেনে: "যে ব্যক্তি আমাদরে এই বষিয়রে মধ্যে (ধর্মরে মধ্যে) এমন কছিু চালু করে যা তাতে নইে সটো প্রত্যাখ্যাত"।[সমাপ্ত]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।